



176819 - আমরা ইসলামেরে বয়স ওহী নাযলিরে শুরু থেকে হিসাব না করে হজিরতেরে শুরু থেকে হিসাব করা কনে?

প্রশ্ন

আশা করি আমার এ প্রশ্নটি যখন আপনাদের কাছে পৌঁছবে; তখন আপনারা ভাল ও সুস্থ থাকবেন। আমার প্রশ্ন হল, আমি খয়োল করছি যে, কোন অমুসলমি যখন নবুয়তেরে পর থেকে ইসলামেরে বয়স সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করে তখন আমরা মুসলমান হিসেবে হজিরতেরে পরেরে বছরগুলো উল্লেখ করে জবাব দিই। আমার প্রশ্ন হল: আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে হজিরতেরে পূর্বে নবুয়তেরে ১৩ টি বছরকে বাদ দিই কনে? আমি জানি, যে বছর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজিরত করছেন সেটি একটি মহান বছর ছিল। তবে আমরা সকলে জানি যে, নবুয়ত শুরু হয়েছে হজিরতেরে ১৩ বছর আগে থেকে। তাই আমরা যখন ইসলামেরে বয়স কত এ প্রশ্নেরে জবাব দিই তখন আমরা হজিরতেরে পরেরে ১৪৩৩ বছর উল্লেখ করি। কনে আমরা ১৩ বছর যোগ করে নবুয়তেরে পরেরে ১৪৪৬ বছরেরে কথা বলি না? ইনশাআল্লাহ; আপনারা আমাকে বিষয়টি ব্যাখ্যা করবেন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এতে কোন সন্দেহে নাই যে, হজিরতেরে পূর্বে মক্কাতেরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেরে বছরগুলো দাওয়াতী কাজেরে কাটিয়েছেন, নরিয়াতন সহ্য করছেন, নরিবোধদেরে কথা সয়ছেন সে বছরগুলো ইসলামেরে বয়সেরে মধ্যে গণ্য। বরং সে বছরগুলো ইসলামেরে সবচায়ে মহান বছরগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত; যহেতু তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেরে অবস্থায় ছিলেন সেটো ছিল তাঁর রবেরে উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল, তাঁর প্রতি সুধারণা পোষণ ও তাঁর পথে নরিয়াতন সহ্য করণেরে অবস্থা। এ বিষয়টিতে কোন বরিকিবান ব্যক্তি সন্দেহে করে না এবং আদটো কডে এটি অস্বীকার করে না; এমনকি সে ব্যক্তি মুসলমি হোক কিংবা অমুসলমি। কনিতু মানুষ যেরে কারণে ক্যালেন্ডারেরে এবং যেরে কোন ঘটনার বছর উল্লেখ করার কষতেরে হজিরী সনেরে উপর নরিভর করে এবং যেরে সনটি মানুষেরে কথাবার্তায় অধিক ব্যবহৃত হয়— এর কারণ হল উমর বনি খাত্তাব (রাঃ) এর যামানায় সাহাবায়েরে কেরোম যখন সন প্রবর্তন করতেরে চাইলেন তখন তারা হজিরতকেরে ভিত্তি করে সন প্রবর্তন করার ব্যাপারেরে একমত হন। কনেনা ইসলামী রাষ্ট্রেরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রকৃত তারিখ তেরে সেটাই— নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজিরত করে মদীনাতেরে অবতীরণ হওয়া, লোকেরে তাঁর পাশেরে একত্রিত হওয়া, তাঁকেরে সাহায্য করা ও হজিরতেরে মাধ্যমেরে আরও যা কিছু ঘটছে সে সব কারণেরে। এগুলোর মাধ্যমেরে ইসলামী রাষ্ট্রেরে রূপরেখাগুলো ফুটেরে উঠা শুরু হয়।



ভৌগোলিক, সামাজিক, সামরিক ও রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট হয়ে উঠে। এর আগে মুসলমানদের কোন রাষ্ট্র ছিল না। তাদের সার্বিক কোন নিয়ম ছিল না।

সাহাবায়ে করোম হজরী ১৬ সালে, কারো কারো মতে, ১৭ সালে, কারো কারো মতে, ১৮ সালে উমর (রাঃ)-এর শাসনামলে হজিরতের বছরকে ইসলামী সনের সূচনা হিসেবে নির্ধারণের ব্যাপারে একমত হন। এর পটভূমি হল আমীরুল মুমিনীন উমর (রাঃ) এর কাছে একটি দলিল পেশ করা হয়। উক্ত দলিলে এক ব্যক্তির অপর ব্যক্তির পাওনা হিসেবে লেখা ছিল: 'শাবান মাসে তার উপর (পরিশোধ করা) অবধারতি হবে'।

তখন উমর (রাঃ) বললেন: কোন শাবান? আমরা এখন যে বছরে আছি সে বছরে শাবান? নাকি গত বছরে শাবান? নাকি আগামী বছরে শাবান? এরপর তিনি সাহাবীদেরকে একত্রিত করে তাদের সাথে সন প্রবর্তন করার ব্যাপারে পরামর্শ করেন; যাত্নে করে তারা ঋণ ও অন্যান্য বিষয়ে ময়োদ পূরণ হওয়ার বিষয়টি জানতে পারেন। তখন এক ব্যক্তি বললেন: পারস্যবাসীর সনের মত সন প্রবর্তন করুন। কিন্তু উমর (রাঃ) সটো অপছন্দ করলেন। অপর এক ব্যক্তি বললেন: রোমানদের সনের মত সন প্রবর্তন করুন; তিনি সটোও অপছন্দ করলেন। অন্য ব্যক্তির বলল: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন থেকে সন নির্ধারণ করুন। কটে কটে বলল: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তপ্রাপ্তি থেকে সন নির্ধারণ করুন। কটে কটে বলল: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হজিরতের দিন থেকে সন নির্ধারণ করুন। কটে কটে বলল: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর দিন থেকে সন নির্ধারণ করুন।

উমর (রাঃ) হজিরতের বছর থেকে সন নির্ধারণের দিকে ঝুঁকলেন; যহেতে হজিরতের তারিখটি বেশী মশহুর। এতে সাহাবায়ে করোমও একমত হলেন। অর্থাৎ তারা হজিরতের বছর থেকে ইসলামী সনের সূচনা ধরার ব্যাপারে একমত হলেন। এ সনের প্রথম মাস হিসেবে 'মুহররম' মাসকে নির্ধারণ করেন মর্মে তাদের থেকে প্রসিদ্ধি আছে। এটাই জমহুর আলমেরে অভিমত; যাত্নে করে নিয়মে কোন গোলযোগ না ঘটবে।[দখুন: আল-বদীয়া ওয়ান নহিয়াহ (২৫১-২৫৩)]

ইমাম বুখারী তাঁর সহি গ্রন্থে (৩৯৩৪) 'সাহল বনি সা'দ' থেকে বর্ণনা করেন তিনি বললেন: তারা (সাহাবীরা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তের বছর থেকেও গণনা করেননি, মৃত্যুসাল থেকেও গণনা করেননি; তারা গণনা করছেন তাঁর মদীনায় আগমনের বছর থেকে।

হাফযে ইবনে হাজার (রহঃ) বললেন: কোন কোন আলমে হজিরতের বছর থেকে সন গণনা শুরু করার সাযুজ্যতা উল্লেখ করতে গিয়ে বললেন: যে ঘটনাগুলো তাঁর জীবনে ঘটছে এবং যগুলোকে সন গণনার শুরু ধরা যেতে পারে এমন ঘটনা চারটি: তাঁর জন্ম, তাঁর নবুয়তপ্রাপ্তি, তাঁর হজিরত ও তাঁর মৃত্যু। তাদের নকিট (সাহাবীদের নকিট) হজিরত থেকে সন গণনার শুরু ধরা প্রাধান্য লাভ করেছে। কেননা জন্মবর্ষ ও নবুয়তপ্রাপ্তির বর্ষ কোনটি সটো বতিরকমুক্ত নয়। মৃত্যুবর্ষকে শুরু ধরেননি যহেতে সটোর স্মরণ শোকাবহ। তাই আর বাকী রইল হজিরতের বর্ষ। তারা রবউল আউয়াল মাসকে বাদ দিয়ে মুহররম মাসকে শুরু



ধরছেন যহেতে হজিরত করার পাকাপোক্ত সদিধান্ত মুহররম মাস থেকে শুরু হয়। যহেতে বাইআত সংঘটিত হয়েছে যলিহজ্জ মাসে। বাইআতই ছিল হজিরতের প্রারম্ভিকা। বাইআতের পর প্রথম চাঁদ ছিল মুহররম মাসের চাঁদ, হজিরতের দৃঢ় সদিধান্ত হয়েছে মুহররমের চাঁদে। তাই মুহররমকে শুরু ধরা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে। মুহররম থেকে বছররে শুরু ধরার ব্যাপারে আমায়িত বক্তব্য পেয়েছে তার মধ্যে এটি সর্বাধিক যুক্তযুক্ত।

ইমাম হাকমে সাঈদ বনি মুসায়বি থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন: "উমর (রাঃ) লোকদেরকে সমবতে করে কোনদিন থেকে সন গণনার শুরু ধরা হববে সে সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসে করলেন। তখন আলী (রাঃ) বললেন: যাই দিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজিরত করছেন এবং শরিকেরে এলাকা ত্যাগ করে এসছেন সেই দিন থেকে। তখন উমর (রাঃ) সটোই করলেন..." [সংক্ষেপে সমাপ্ত]

তাই যিনি ইসলামেরে বয়সকে হজিরত থেকে গণনা করেন তিনি সন ও ক্যালেন্ডারকে উদ্দেশ্য করে থাকেন এবং দিনি ও ঘটনা জানার ক্ষেত্রে এবং মানুষের আকদ-চুক্তি ও যাত্রা ইত্যাদি জানার ক্ষেত্রে মানুষ যবে একক নিয়মেরে উপর একমত হয়েছে সটোকবে বুঝিয়ে থাকেন। মানুষ এ নিয়মেরে উপর উমর (রাঃ) এর খলিফতকাল থেকে আমাদের আজকেরে সময় পর্যন্ত একমত। যিনি এই সনেরে ভিত্তিতে ইসলামেরে বয়স নির্ধারণ করেন তিনি বুঝাতে চান- ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বয়স। ইসলাম রাষ্ট্র হজিরতেরে মাধ্যমই শুরু হয়েছে।

পক্ষান্তরে, ইসলামেরে শুরু এবং ইসলাম সম্পর্কে মানুষেরে জানাজানিরে শুরু এর আগে থেকে; এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজন নাই। বরং ব্যাপক অর্থ ইসলাম হচ্ছে ঐ ধর্ম বান্দাদেরে জন্ম যবে ধর্মই হচ্ছে আল্লাহর মনোনীত এবং যবে ধর্ম দিয়ে আল্লাহ তাঁর নবী-রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন। এখানে সে অর্থ উদ্দেশ্য নয়।

আমরা মনে করি না যবে, এমন কটে আছে যিনি মনে করেন যবে, ইসলামেরে প্রকৃত সূচনা হজিরত থেকে এবং দাওয়াতেরে যবে বছরগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সঙ্গে যারা মক্কাতবে কাটিয়েছেন সে বছরগুলোকে বাদ দিয়ে দেয়। এমন কথা কটে বলেনি।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।